Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-II, October 2018, Page No. 96-111
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রূপরাজ ভট্টাচার্যের কবিতায় শৈলীবিজ্ঞানের ‘বিচ্যুতি’ তত্ত্বের স্বরূপ-বৈচিত্র্য

তীর্থঙ্কর চক্রবর্তী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, কাছাড়, আসাম

Abstract

Scientific investigation of language has resulted in the emergence of the discipline of Linguistics. As a modern offshoot of Linguistics, Stylistics has stepped forth with its focus on the objective, impersonal scrutiny of literature. Style is the way a thought gains a form in the surface structure of a creator's mind and expresses itself through a unique linguistic body. Style hence is a personal faculty of a creator. Every creator has his/her own style to convey thoughts in literature. Poets or literary persons can hardly surrender themselves solely to the predecided and conventional literary drift of any society. They often mark their creations with excellence of their own kind by deviating from the conventional manner of sentence formation and opting for words. To depart from the established rules of grammar and the given norm of constructing sentences in order to create excellence, is called 'Deviation' in Stylistics. Deviation is the key of the eccentric poetic language and structural base of literature.

Several tendencies can be noticed in the stream of Bengali poetry of Barak Valley. Rupraj Bhattacharjee's poetic spirit has marked the poetic tradition of Barak Valley with a different colour. His poetic world is free from conflict and dilemma. His poetry represents divergent streams and heterogeneous experiences of life in a simple and obvious way, which touches the reader profoundly. The objective of this essay is to explore various signatures of deviation in Rupraj Bhattacharjee's poetry.

Keyword: Linguistics, Stylistics, Deviation, Poetry.

ইংরেজি ‘Linguistics’এর বাংলা প্রতিশব্দ ‘ভাষাবিজ্ঞান’। বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভাষার গঠন অর্থাৎ ধ্বানি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি কীভাবে সৃষ্টি হয়, কীভাবে তা কাজ করে - তার প্রকৃতি আলোচনা করে ভাষার সাধারণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয় এখানে। ভাষাবিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখা রয়েছে। ‘শৈলীবিজ্ঞান’ এদের অন্যতম।

‘শৈলীবিজ্ঞান’ (Stylistics) হলো লেখকের রচনাশৈলী বিশ্লেষনের এক অন্যতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। শৈলীবিজ্ঞান লেখকের রচনার ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত অর্থগত দিক বিচার করে। কোনো লেখকের রচনাশৈলী চিহ্নিত হয় রচনার কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে। বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে কবিরা শব্দের অভিনব প্রয়োগ ঘটিয়ে, ভাষার নির্দিষ্ট পদক্রমে বিপর্যাস ঘটিয়ে, চিরাচরিত চরণসজ্জায় বদল ঘটিয়ে নিজস্ব রচনাশৈলী তৈরি করেন। এই স্বতন্ত্র রচনাশৈলী তৈরি করার জন্য কবিদের প্রচলিত ‘NORM’ থেকে বা আরো স্পষ্ট করে বলা যায় ভাষার

ব্যাকরণের নির্দিষ্ট নিয়ম থেকে সরে আসেন। যেমন বাংলা বাক্যের সাধারণ প্রবণতার রয়েছে 'কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া' প্যাটার্ন, কিংবা ইংরেজি বাক্যে রয়েছে 'Subject Verb Object' প্যাটার্ন। কিন্তু কবিরা অনেক সময় কাব্যভাষার সৌন্দর্য ও অভিনবত্ব সৃষ্টি করার জন্য এবং স্বকীয়তা তৈরির প্রয়োজনে নিয়মনীতি প্রসূত আদর্শ গঠন থেকে বিচ্যুত হয়ে 'কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া'র অবস্থানে পরিবর্তন ঘটান। একই সঙ্গে ঘটে নির্বাচন, উদ্ভাসন, প্রমুখন। অনেক সময় ত্রিকূট বিন্দু (...) দিয়ে, সংযোজক অব্যয় 'এবং' দিয়ে, আবার কখনও 'বরং', 'কিন্তু' প্রভৃতি শব্দ দিয়ে বাক্যের শুরু হয়েছে দেখা যায় কবিতায়। বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রেই এই ব্যতিক্রমী প্রবণতা দৃষ্টিগোচর হয়। শৈলীবিজ্ঞানে এই বিষয়টিকেই 'বিচ্যুতি' বা 'Deviation' বলা হয়ে থাকে।

'বিচ্যুতি' নিয়ে প্রথম বিধিবদ্ধ আলোচনা করেন প্রাগ স্কুলের ভাষাবিজ্ঞানী J. Mukarovsky (Standard Language and Poetic Language, 1970, Ed in, Linguistic and Literary style. D. C. Freeman)। তাঁর মতে, কবিতার ভাষা অন্যান্য সাহিত্য প্রকরণের তুলনায় সবচেয়ে স্বতন্ত্র। তিনি মনে করেন, বিচ্যুতিই রয়েছে কবিতার গঠনগত ভিত্তির মূলে। প্রাগের অন্যতম পুরোধা পুরুষ রোমান য়াকোবসনও কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন কবিতা হলো- 'Organized Violation of Language'। অর্থাৎ 'বিচ্যুতি'র মধ্যে দিয়েই কবিতার সৃষ্টি; কাব্যভাষার সৃষ্টি। 'বিচ্যুতি'র মাধ্যমে কবিতার বিষয় বা বক্তব্য নয়, কবিতার শরীর বা ফর্ম মুখ্য হয়ে উঠে পাঠককে আকর্ষণ করে।

এককথায় প্রাগ গোষ্ঠীর ভাষাবিজ্ঞানীরা বিচ্যুতি তত্ত্বের নির্মাণ ও ব্যাখ্যায় নিয়েছিলেন অগ্রণী ভূমিকা। রচনার ভাষায় বিচ্যুতি মূলত দু'ধরণের বর্হিগঠনের বিচ্যুতি (Surface structure) ও অন্তর্গঠনের বিচ্যুতি (deep structure)।

বর্হিগঠনের বিচ্যুতির অন্তর্গত বিচ্যুতিগুলো যথাক্রমে:

(১) **শব্দগত বিচ্যুতি** ***(Lexical Deviation):-*** কবিতায় শব্দের স্তরে কোনো অপ্রচলিত শব্দ অথবা অর্থবহ নতুন কোনো শব্দ যদি ব্যবহার করেন কবি, যদি সাধু আর চলিতের ভিন্ন রূপকে একই বাক্যে নির্বিশেষে ব্যবহার করেন কবি- তবে তাকে শব্দগত বিচ্যুতি বলে।

(২) **ধ্বনিগত বিচ্যুতি** ***(Phonological Deviation):-*** প্রচলিত নিয়মে যে ধ্বনি যে ভাবে উচ্চারণ করা হয়, কবিতায় তার পরিবর্তন ঘটলে অর্থাৎ ধ্বনির লোপ, সংযোজন বা রূপান্তর ঘটলে তাকে ধ্বনিগত বিচ্যুতি বলে।

(৩) **ঔপভাষিক বিচ্যুতি** ***(Dialectal Deviation):-*** মান্যভাষায় রচিত কোনো কবিতায় কবি যদি সচেতন ভাবে আঞ্চলিক বা ঔপভাষিক শব্দ প্রয়োগ করেন, তখন সেই বিচ্যুতিকে বলা হয় ঔপভাষিক বিচ্যুতি।

(৪) **লৈখিক বিচ্যুতি** ***(Graphological Deviation):-*** লেখরীতিগত বিশেষত্ব তৈরি করার জন্য কবি তাঁর কবিতার প্রচলিত চরণসজ্জায় বদল ঘটান, পদগুলির মধ্যে দূরত্ব বা ফাঁক বজায় রাখেন এরফলে লৈখিক বিচ্যুতি সৃষ্টি হয়।

(৫) **ইতিহাসাশ্রিত বিচ্যুতি** ***(Deviation of Historical Period):-*** রচনার সময় লেখক সমকালে দাঁড়িয়ে যদি এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেন যার মাধ্যমে একটি ঐতিহাসিক আবহ বা ক্লাসিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়, তাকে ঐতিহাসিক বিচ্যুতি বলে।

(৬) **ভাষামুদ্রা আশ্রিত বিচ্যুতি** ***(Deviation Register):-*** রচনার সময় লেখক যদি প্রচলিত শব্দের পরিবর্তে নির্দিষ্ট একটি পেশার সঙ্গে জড়িত ভাষামুদ্রা ব্যবহার করেন, যদি এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেন যার মধ্য দিয়ে একটা পরিস্থিতি কিংবা একটা প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়, তাকে ভাষামুদ্রা আশ্রিত বিচ্যুতি বলে।

(৭) <u>ব্যাকরণিক বিচ্যুতি</u> *(Grammatical Deviation)*:- শব্দগঠনের স্তরে কিংবা বাক্যিক অবয়বেও ঘটতে পারে বিচ্যুতি। যেমন,

(ক) <u>রূপতাত্ত্বিক বিচ্যুতি</u> *(Morphological Deviation)*:- শব্দ গঠনের যে প্রচলিত নিয়ম তা থেকে বিচ্যুত হলে সৃষ্টি হয় রূপতাত্ত্বিক বিচ্যুতি।

(খ) <u>আন্বয়িক বিচ্যুতি</u> *(Syntactic Deviation)*:- ভাষায় পদক্রমের যে নির্দিষ্ট নিয়ম আছে তার বিপর্যাস ঘটলে অর্থাৎ ক্রিয়াপদের পূর্বস্থাপনা, বিশেষ্য-বিশেষনের স্থান পরিবর্তন বা যৌগিক ক্রিয়ার দূরান্বয় ঘটলে আন্বয়িক বিচ্যুতির সৃষ্টি হয়।

<u>অন্তর্গঠনের বিচ্যুতি বলতে বোঝায় অর্থগত বিচ্যুতিকে:</u>

(৮) <u>অর্থগত বিচ্যুতি</u> *(Semantic Deviation)*:- কবিতায় লেখক যখন শব্দকে তার প্রচলিত অর্থ থেকে স্বতন্ত্র করে ব্যবহার করেন, তখন তাকে বলা হয় অর্থগত বিচ্যুতি। অনেক সময় কবি তাঁর কবিতায় শব্দের আপাত অসম্ভব প্রয়োগ ঘটান। এরফলেও অর্থগত বিচ্যুতি সৃষ্টি হয়।

এই বিচিত্র ধারার বিচ্যুতি বরাক উপত্যকার বিভিন্ন কবির কবিতায় দেখা যায়। বিশিষ্ট কবি রূপরাজ ভট্টাচার্য এঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘প্রস্তরলিপি’। এতে মোট ৬৬টি কবিতা রয়েছে। কিন্তু পরিসর এখানে সংক্ষিপ্ত। তাই উক্ত কাব্যগ্রন্থের প্রথম ১০টি কবিতাকে বেছে নিয়ে সেইসব কবিতায় বিচ্যুতির স্বরূপ বৈচিত্র্য উদঘাটনে প্রয়াসী হলাম।

(১)

আটচালা ঘর, আটটি পুতুল
সঙ্গে নিয়ে তীর্থে যাব,
<u>অপেক্ষাধিক</u> তুচ্ছ কথায়
আড়িদেব - তীর্থে যাব।

<u>বঁড়শি দিয়ে ম্যাপ আঁকছ</u>।
আঁকা রেখে আকাশ দেখো।
অনামিকায় প্রবাল পড়ে
তীর্থে যাব, হাত ধরো।

দাবার নেশা ছেড়ে এসো
চার কাপড়ের পাশা নিয়ে,
<u>মাঝের ছোট্ট ব্যাগে তোমার</u>
<u>ভাঙা চুড়ির টুকরো রাখো;</u>

তীর্থে যাবো - চুড়ি রাখো।
চুড়ি রাখো - তীর্থে চলো-
আনাগোনা অনেক হবে,
অনেক নাভি কুড়িয়ে পাবো,
তীর্থে চলো - অনেক নাভি...

হাতের মুঠোয় বুকের পাঁজর
তীর্থে চলো- দাঁড় টানছি।-
দু'চোখ ভরা রাত দিয়ো না,
তীর্থে চলো - নৌকা হাজির।

('তীর্থে চলো নৌকা হাজির'- রূপরাজ ভট্টাচার্য)

কবি রূপরাজ ভট্টাচার্যের **'প্রস্তরলিপি'** কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'তীর্থে চলো নৌকা হাজির'-এ রূপতাত্ত্বিক, অর্থগত, ধ্বনিতাত্ত্বিক ও আন্বয়িক বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। রূপতাত্ত্বিক বিচ্যুতি, যেমন- **'অপেক্ষাধিক'**। বাংলা ভাষার বাক্যে প্রযুক্ত হয়েছে সংস্কৃত সমাসবদ্ধ সংগঠন। ফলে সৃষ্টি হয়েছে রূপতাত্ত্বিক বিচ্যুতির।

একাধিক অর্থগত বিচ্যুতির নিদর্শন রয়েছে উক্ত কবিতায়। যেমন:

১) 'বঁড়শি দিয়ে ম্যাপ আঁকছ!'
২) 'হাতের মুঠোয় বুকের পাঁজর'
৩) 'দু'চোখ ভরা রাত দিয়োনা',

এখানে শব্দের আপাত অসম্ভব প্রয়োগ ঘটায় অর্থগত বিচ্যুতির সৃষ্টি হয়েছে। বাস্তবে বঁড়শি দিয়ে ম্যাপ আঁকা, বুকের পাঁজরকে হাতের মুঠোয় ধরা সম্ভব নয়। রাতকে কেউ ছুঁতে পারে না, ধরতে পারেনা। ফলে রাতকে দেবার ব্যাপারটিও অসম্ভব। কবি-কল্পনার অনন্যতা ও অর্থগত বিচ্যুতি কবিতাটিকে অভিনব ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ করেছে।

আলোচ্য কবিতায় একটি ধ্বনিগত বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত রয়েছে। যথা **'দু'চোখ'**। প্রচলিত 'দুইচোখ' শব্দটির 'ই' ধ্বনিটি লোপ পাওয়ায় এখানে ধ্বনিগত বিচ্যুতির সৃষ্টি হয়েছে।

এছাড়া কবিতাটিতে আন্বয়িক বিচ্যুতি চোখে পড়ে। যেমন:

১ ২ ৩ ৪
"মাঝের ছোট্ট ব্যাগে তোমার
১ ২ ৩ ৪
ভাঙা চুড়ির টুকরো রাখো,"
(কবিতায় বিচ্যুত রূপ)

১ ২ ৩ ৪
তোমার মাঝের ছোট্ট ব্যাগে
১ ২ ৩ ৪
ভাঙা চুড়ির টুকরো রাখো;
(মান্য আন্বয়িক রূপ)

কবিতাটিতে কবি যেভাবে ১২৩৪৫৬৭৮ এই ক্রমে শব্দসজ্জাকে সাজিয়েছেন, তাকে মান্য রূপ দিলে এর ক্রমান্বয় হবে ৪১২৩৫৬৭৮। কাব্যভাষা সৃষ্টির প্রয়োজনে কবি এখানে পদক্রমের যে নির্দিষ্ট নিয়ম আছে- তা থেকে সরে এসেছেন বা বলা যায় মান্য আন্বয়িক রূপ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। একেই বলে আন্বয়িক বিচ্যুতি।

(২)

একসাথে গেঁথে রাখি ছাই ও ছায়া,
পাটভাঙা জীবন নিংড়ে নিতে নিতে

এখন শূন্যতাই একমাত্র আশ্রয়;
যাপনের ঘোরটুকু কেটে গেলে তবে,
হেঁয়ালির মতো আত্মজন
ক্রমে দৃশ্যমান হয়।
চারপাশ থাকে বিস্রস্ত ও বধির;
আর ঝাপসা অতীত নিয়ে
কেবলই অযথা উল্লাস।

ভালোবাসা বাসি হলে
চেনা পথও ধূসর মনে হয়;
সব স্মৃতি তিক্ততার অঙ্গারে
একে একে ঝলসে যেতে থাকে।
তখন ছায়ার শরীর জুড়ে চলে
শুধু বানানো সুখের উল্কি আঁকা,

...এদিকে অন্তরালে ভস্ম জমে জমে
প্রস্তর প্রতিমা হয়ে ওঠে।

('ক্রম দৃশ্যমান'- রূপরাজ ভট্টাচার্য)

কবির 'ক্রম দৃশ্যমান' কবিতাটির একাধিক স্থানে অর্থগত বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

১) 'একসাথে গেঁথে রাখি ছাই ও ছায়া',
২) 'তখন ছায়ার শরীর জুড়ে চলে'
৩) '...এদিকে অন্তরালে ভস্ম জমে জমে
প্রস্তর-প্রতিমা হয়ে ওঠে।'

কবিতাটিতে কবি নিরবয়ব ছাই ও ছায়াকে গেঁথে রাখার কথা বলেছেন। ছায়াকে যেন আকৃতি দিতে চেয়েছেন বারবার। আবার কখনও ভস্ম জমে পাথরের প্রতিমা গড়ে ওঠার কথা বলেছেন। বাস্তব জগতে এর কোনোটাই হবার নয়। প্রচলিত অনুষঙ্গ থেকে, বেরিয়ে, শব্দকে নতুন ভাবে ব্যবহার করায় কবিতাটিতে অর্থগত বিচ্যুতির সৃষ্টি হয়েছে।

(৩)

যখনই দেখা হতো ফিরিয়ে নিয়েছ দুই চোখ,
সকল আবেগ ঘিরে অশ্রুত শোক তাই
প্রগলভ হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে।
যতবার জানতে চেয়েছি,
তুমি রহস্যের মোড়কে
রোমাঞ্চ গেঁথেছ বারবার।
তবু গভীর নিষ্ঠতায়
সম্পর্কের মোহনা খুঁজেছি আমি,
অনাস্থার দেওয়াল লিখন থেকে

শিখে নিয়েছি সময়ের ভাষা ও বিবেক।
আর রঙিন উচ্ছ্বাসের ভীড় ঠেলে
বানানো কথারা বিদায় নিয়েছে বলেই
একাকীত্বের উষ্ণ- অনুভবের মগ্নতা বুঝেছি।

শুধু অক্লান্ত অক্ষর জুড়ে
অবিরত ছায়া ফেলে গেছে
কিছু মিথ্যে স্তোকবাক্য;
আমি সম্মোহনের
সেইসব ইন্দ্রজাল ছিঁড়ে ছিঁড়ে
এবার ঠিকঠাক ঘুড়ে দাঁড়িয়েছি।

(‘সম্মোহন’- রূপরাজ ভট্টাচার্য)

‘সম্মোহন’ কবিতাটিতেও অর্থগত বিচ্যুতির অনেকগুলো দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন-

১) ‘রোমাঞ্চ গেঁথেছে বারবার।’
২) ‘সম্পর্কের মোহনা খুঁজেছি আমি,’
৩) ‘অনাস্থার দেয়াল লিখন থেকে
শিখে নিয়েছি সময়ের ভাষা ও বিবেক।’
৪) ‘বানানো কথারা বিদায় নিয়েছে বলেই’
৫) ‘শুধু অক্লান্ত অক্ষর জুড়ে’

কবি তাঁর কল্পনায় হয়তো ‘রোমাঞ্চ’কে গাঁথতে পারেন, ‘সম্পর্কের মোহনা’ খুঁজতে পারেন, ‘সময়ের ভাষা ও বিবেক’ বুঝতে পারেন। কিন্তু সাধারণ জীবনের প্রাত্যহিকতায় তা সম্ভব নয়। ‘অনাস্থার দেয়াল লিখন’ আমাদের কাছে অপরিচিত। কথারাও যে বিদায় নিতে পারে তা আমাদের বোধের অতীত। মানুষের ক্লান্তি অক্লান্তিকে অক্ষরের পাশে বসিয়ে কবি যেন অক্ষরকে জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছেন। এরফলে সৃষ্টি হয়েছে অর্থগত বিচ্যুতির।

(৪)

নিজেকেই আলিঙ্গন কোরো বারবার,
কারণ, তোমার চেয়ে তোমার বড় স্বজন কেউ নেই।
দেখো, আশেপাশে ওঁৎপাতা সব মুখোশ মানুষ।
যখন ইচ্ছে হবে নিজেকেই চুম্বন কোরো প্রবল আশ্লেষে।
এই তো সহবাস কথা, এই তো প্রেম;
তোমাকেই তো তুমি ভালোবাসে এসেছে এতকাল!
অথচ নিজেই জানো না!
যে দুয়েকজন আজও তোমার বুকে
নিয়ত নিঃশ্বাস ছড়ায়,
জেনো, তারা উপলক্ষ শুধু;
অকারণে অনেকের ভীড়ে তাই
হারিয়ে যেয়ো না তুমি।

একদিন যখন নির্ধারিত নিয়মেই সব ফুরিয়ে যাবে,
তখন তোমাকেই তুমি খুঁজে খুঁজে হবে সারা।

আর একটু সামলে রেখো
তোমার অনেক দিনের
তিলে তিলে জমানো বিশ্বাসগুলো।
অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছো কতো,
ফিরে তো পাবে না আর তো!
জনান্তিকে বলে রাখি;
প্রত্যাশা রেখো না কারো কাছে,
তাতে বুকের ব্যথা ছাড়া
আর কোনো লভ্যাংশ নেই।

(‘সহবাস কথা’ - রূপরাজ ভট্টাচার্য)

‘সহবাস কথা’ কবিতাটির অনেক জায়গায় আন্বয়িক বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১ ২ ৩ ৪
১) ‘নিজেকেই আলিঙ্গন করো বারবার,’ (কবিতার বিচ্যুত রূপ)
১ ২ ৩ ৪
নিজেকেই বারবার আলিঙ্গন করো (মান্য আন্বয়িক রূপ)
১ ২ ৩ ৪ ৫
২) ‘যে দুয়েকজন আজও তোমার বুকে
৬ ৭ ৮
নিয়ত নিঃশ্বাস ছড়ায়,’ (কবিতার বিচ্যুত রূপ)

১ ২ ৩ ৪ ৫
তোমার বুকে আজও যে দুয়েকজন
৬ ৭ ৮
নিয়ত নিঃশ্বাস ছড়ায়, (আদর্শ আন্বয়িক রূপ)
১ ২ ৩ ৪
৩) ‘অকারণে অনেকের ভীড়ে তাই
৫ ৬ ৭ ৮
হারিয়ে যেও না তুমি।’ (কবিতার বিচ্যুত রূপ)
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
তুমি তাই অকারণে অনেকের ভীড়ে হারিয়ে যেও না। (মান্য বা আদর্শ আন্বয়িক রূপ)
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

৪) ‘তখন তোমাকেই তুমি খুঁজে খুঁজে হবে সারা।’ (বিচ্যুত রূপ)
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

তুমি তখন তোমাকেই খুঁজে খুঁজে সারা হবে। (আদর্শ গঠন)

অর্থাৎ দেখা গেল যে, ১ নং দৃষ্টান্তে ১ ২ ৩ ৪ এই ক্রমে যে শব্দসজ্জা সাজিয়েছেন, সেটার আদর্শ গঠন হবে ১ ৪ ২ ৩। ২ নং দৃষ্টান্তে ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ এই ক্রমে যে শব্দসজ্জা সাজিয়েছেন সেটার আদর্শ গঠন হবে ৪ ৫ ৩ ১ ২ ৬ ৭ ৮। ৩ নং দৃষ্টান্তের বিচ্যুত পদক্রমের অর্থাৎ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ এর মান্য রূপ দিলে ক্রমান্বয় হবে ৮ ৪ ১ ২ ৩ ৫ ৭ ৬। কবি পদক্রমের আদর্শ গঠন থেকে সরে গিয়ে কবিতার ভাষায় অভিনবত্ব আনতে চেয়েছেন। এরফলে কবিতায় আন্বয়িক বিচ্যুতি সৃষ্টি হয়েছে।

(৫)

বাধ্য ছিল না তবু, বাধ্যতার শোভন প্রচ্ছদ ছিল তার,
ছিল আগাগোড়া বোঝাপড়া
নির্মেদ সম্পর্কের জটিল ইন্দ্রজাল;
নিষ্পাপ মোড়কে ছিল স্বার্থের কুটির রূপক,
বুদ্ধির গভীর জলে মিশে ছিল
ডুবুরির নিষ্ঠ শাসন।
কথা ছিল এবড়ো-খেবড়ো গলপথ ধরে
বহুদূর হেঁটে যাব খুব সহজেই;
তবু নিজেরই মগ্নতা তাকে
আষ্টে পৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে।
এখন তার চারপাশে ছড়িয়ে আছে
আত্মজের পচাগলা শব।
ঘোর লাগা সময়টা তবে আগে শেষ হোক।
বহু চাওয়ার ভীড় ঠেলে,
বিশ্বাসের ভগ্নস্তূপই তো পাব
টুকরো ইচ্ছেগুলো একদিন
ছুটে ছুটে তাই স্বজন হারালো

(‘শোভন প্রচ্ছদ’- রূপরাজ ভট্টাচার্য)

কবির ‘শোভন প্রচ্ছদ’ কবিতাটিতে অর্থগত বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন:

১) ‘নির্মেদ সম্পর্কের জটিল ইন্দ্রজাল;’
২) ‘বুদ্ধির গভীর জলে মিশে ছিল
ডুবুরির নিষ্ঠ শাসন।’
৩) ‘বিশ্বাসের ভগ্নস্তূপই তো পাবো
টুকরো ইচ্ছেগুলো একদিন
ছুটে ছুটে তাই স্বজন হারালো।’

ভাব বা বিষয়ের দিক থেকে দেখলে হয়তো সম্পর্ক মেদহীন কিনা তার অর্থোদ্ধার করা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে তার অবকাশ নেই। বিচ্যুতি খোঁজার ক্ষেত্রে ‘সম্পর্কের’ পাশে ‘নির্মেদ’ শব্দটির অবস্থান, ‘বুদ্ধির গভীর জলে’, ‘বিশ্বাসের ভগ্নস্তূপ’, ‘টুকরো ইচ্ছে’- প্রভৃতি পদগুচ্ছের অর্থ প্রচলিত জীবনে খুঁজে পাওয়া দুরূহ। ফলে তা অর্থগত বিচ্যুতি।

(৬)

শূন্য ঘরে খিল দিয়েছো...!
চোর ঢুকেছে মায়ের ঘরে,
সারা উঠান কাদায় ভরা
মায়ের ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ।

চোর ঢুকেছে মায়ের ঘরে,
কবচ খানি শূন্যে দোলে।
অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে
দশটি চক্র খুঁজে আনো।

চোর ঢুকেছে মায়ের ঘরে,
গেলাস ভরা বুকের ঘামে;
কাঁধে ঝোলে জোড়া ধনুক-
মায়ের চোখে হলুদ আলো।

দুধের শিশু মায়ের ঘরে
নাভির সুতোয় নৌকো বাঁধা।
হাতের রেখায় দিনের আয়ু,
বীজগুলো সব লুকিয়ে রাখো।

ছোট্ট স্রোতে প্রাণের জোয়ার,
তিনখানি চাঁদ খাটের নীচে;
সকল আলো নিভিয়ে দিয়ে
চোর ঢুকেছে- মায়ের ঘরে।

(‘চোর ঢুকেছে মায়ের ঘরে’- রূপরাজ ভট্টাচার্য)

কবি রূপরাজ ভট্টাচার্যের ‘চোর ঢুকেছে মায়ের ঘরে’ কবিতাটিতে অর্থগত, ইতিহাসাশ্রিত ও আন্বয়িক বিচ্যুতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। অর্থগত বিচ্যুতি, যেমন:

১) ‘কবচ খানি শূন্যে দোলে’
২) ‘গেলাস ভরা বুকের ঘামে’
৩) ‘মায়ের চোখে হলুদ আলো’
৪) ‘নাভির সুতোয় নৌকো বাঁধা।’
৫) ‘তিনখানি চাঁদ খাটের নিচে;’

এই কবিতাটিতেও কবি শব্দের অভাবনীয় প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। হাতে বাঁধা কবচ শূন্যে দুলতে পারে না, বুকের ঘামে গেলাস ভরে- এমন কথার সঙ্গেও আমরা পরিচিত নই। একই ভাবে ‘চোখে হলুদ আলো’ কিংবা ‘নাভির

সুতোয় নৌকো বাঁধা'র ব্যাপারটিও ভাবের দিক থেকে কোনো না কোনো ভাবে মেলানো গেলেও শব্দবিন্যাসের দিক থেকে এর অর্থ সহজ ভাবে মেলানো যায় না। আদৌ নাভির কি কোনো সুতো হয়? হয় না। বাস্তবে আমরা একখানি চাঁদকেই দেখতে পাই। অথচ কবি তাঁর কবিতায় তিনখানি চাঁদের কথা বলেছেন, তাও আবার খাটের নিচে! প্রচলিত অর্থের বিপর্যাস, শব্দের অভিনব প্রয়োগ এখানে অর্থগত বিচ্যুতির সৃষ্টি করেছে।

এই কবিতাটিতে 'অশ্বমেধ' শব্দটির প্রয়োগের ফলে ইতিহাসাশ্রিত বিচ্যুতি সৃষ্টি হয়েছে। 'অশ্বমেধ' শব্দের অর্থ হচ্ছে, ঘোড়া বলি দিয়ে সম্পন্ন যজ্ঞবিশেষ। 'রামায়ণে' আমরা এই ধরণের যজ্ঞের কথা পেয়েছি। সমকালে দাঁড়িয়ে কবি তাঁর কবিতায় এই শব্দটি প্রয়োগ করার ফলে একটি ঐতিহাসিক আবহের সৃষ্টি হয়েছে।

কবিতাটিতে আন্বয়িক বিচ্যুতির দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমন:

১ ২ ৩ ৪
'চোর ঢুকেছে মায়ের ঘরে' (কবিতার বিচ্যুত রূপ)
১ ২ ৩ ৪
মায়ের ঘরে চোর ঢুকেছে (আদর্শ আন্বয়িক রূপ)

কবি যেভাবে ১ ২ ৩ ৪ ক্রমে শব্দসজ্জা সাজিয়েছেন, তার আদর্শ গঠন বা মান্য আন্বয়িক রূপ হবে ৩ ৪ ১ ২। পদক্রমের আদর্শ গঠন থেকে বিচ্যুত হওয়ায় আন্বয়িক বিচ্যুতির সৃষ্টি হয়েছে।

(৭)

গাড়ি বারান্দার ছাত থেকে তোকে দেখেছিলাম,
কাঁধে কালো একটি ব্যাগ ঝুলিয়ে
কাজের তাড়ায় হন্ হন্ করে ছুটে চলেছিস,
ছোটখাটো হালকা শরীরটায় যেনো
টগ্‌বগ্ করছে জীবন।

যদিও অন্যান্য দিনের মতো
কানে মুঠো ফোন নিয়ে একটু ঝুঁকে
ব্যস্ত পায়ে হেঁটে যাওয়া....
না, আজ সেই পরিচিত ছবিটা ছিল না;
আমার বাড়ীর উল্টো দিকের বড় রাস্তায়
কার সঙ্গে যেন দাঁড়িয়ে দু'একটা কথা সেরে নিলি
খুব ত্রস্ত ভঙ্গিতে।

তবে ডান থেকে বাঁ দিকে ঘুরে
যখন ঠিক আমার মুখোমুখি,
তখন মনে হোলো সকালের রোদ যেন
আলতো হাতে ছুঁয়ে গেলো
আমার শেষ কৈশোর বেলা...

('মোটিফ'- রূপরাজ ভট্টাচার্য)

'মোটিফ' কবিতাটিতে অর্থগত ও ধ্বনিগত বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন:

১) 'টগ্‌বগ্‌ করছে জীবন'
২) 'তখন মনে হলো সকালের রোদ যেন
আলতো হাতে ছুঁয়ে গেল'

বাস্তবে জীবনের টগ্‌বগ্‌ করা কিংবা সকাল বেলায় রোদের আলতো হাতে ছুঁয়ে যাওয়ার অর্থ আমরা মেলাতে পারি না। আমাদের অনুভবে হয়তো তা সম্ভব। তাই এখানে অর্থগত বিচ্যুতির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রচলিত 'দুই একটা' শব্দটিকে কবি তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন **'দু'একটা'** রূপে। এখানে 'ই' ধ্বনি লুপ্ত হওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচ্যুতির।

(৮)

আলোর উৎস থেকে
ছিনিয়ে নিয়েছি ভোর;
অকারণ উৎসাহে
নিজেকে খুঁজেছি রোজ আয়নায়।
আর রাত্রির বুক ছেঁকে এনেছি
রৌদ্রের পদাবলী।
মনে হলো, তবু
আরও গভীর কোনো সত্যের
খুব কাছাকাছি যেতে হবে;
সময়ের সান্নিধ্য পেতে
চারপাশ কেবলই অগোছালো হলো

এবার মিথ্যের বল্মিক ঘেঁটে
তুলে আনি নির্ভেজাল আস্থার বোধি বীজ।

তাই তো খুঁজে চলি অনন্ত পৃথিবী,
খুঁজে চলি স্বজনের স্বর।
যে আকাশ আমাকে ঘিরে রেখেছিল,
আজ যোজন দুরত্বে থেকেও জানি
তারই সঙ্গে লগ্ন হয়ে আছি...

('দেখা' – রূপরাজ ভট্টাচার্য)

'দেখা' কবিতাটিতে আমরা অর্থগত ও আন্বয়িক বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত পাই। অর্থগত বিচ্যুতি, যেমন-

১) 'ছিনিয়ে নিয়েছি ভোর;'
২) 'আর রাত্রির বুক ছেঁকে এনেছি
রৌদ্রের পদাবলী।'
৩) 'সময়ের সান্নিধ্য পেতে'

এখানে অর্থগত বিচ্যুতির সৃষ্টি হয়েছে। কারণ বাস্তব জগতে এই কথাগুলো শুনে কিংবা কথাগুলোর বাস্তব প্রয়োগ দেখে আমরা অভ্যস্ত নই। তবে শব্দের অভাবনীয় প্রয়োগ ঘটিয়ে কবি কাব্যভাষায় যে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন, তা অনস্বীকার্য।

কবিতাটিতে আন্বয়িক বিচ্যুতিও লক্ষ্য করা যায়। যেমন:

১ ২ ৩ ৪
১) 'যখন আলোর উৎস থেকে
৫ ৬ ৭
ছিনিয়ে নিয়েছি ভোর' (কবিতার বিচ্যুত রূপ)
১ ২ ৩ ৪
আলোর উৎস থেকে যখন
৫ ৬ ৭
ভোর ছিনিয়ে নিয়েছি (মান্য আন্বয়িক রূপ)
১ ২
২) 'অকারণ উৎসাহে
৩ ৪ ৫ ৬
নিজেকে খুঁজেছি রোজ আয়নায়।' (কবিতার বিচ্যুত রূপ)
১ ২ ৩ ৪
নিজেকে অকারণ উৎসাহে রোজ
৫ ৬
আয়নায় খুজেছি (মান্য আন্বয়িক রূপ)
১ ২ ৩ ৪ ৫
৩) 'যে আকাশ আমাকে ঘিরে রেখেছিল,' (বিচ্যুত রূপ)
১ ২ ৩ ৪ ৫
আমাকে যে আকাশ ঘিরে রেখেছিলি (মান্য আন্বয়িক রূপ)

১নং দৃষ্টান্তে কবি ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ এই পদক্রমে যে শব্দসজ্জা তৈরি করেছেন তাকে মান্য রূপ দিলে ক্রমান্বয় হবে ২ ৩ ৪ ১ ৭ ৫ ৬। ২নং দৃষ্টান্তে ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ এই পদক্রমের আদর্শ আন্বয়িক গঠন হবে ক্রমান্বয়ে ৩ ১ ২ ৫ ৬ ৪। ৩নং দৃষ্টান্তেরও ১ ২ ৩ ৪ ৫ এই বিচ্যুত পদক্রমের মান্য আন্বয়িক রূপ দিলে এর ক্রমান্বয় হবে ৩ ১ ২ ৪ ৫। কবিতার প্রয়োজনে কবি বাক্যে পদক্রমের প্রচলিত নিয়ম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। এর ফলে আন্বয়িক বিচ্যুতির সৃষ্টি হয়েছে।

(৯)

তোমার কামনায় জন্ম নেয়
হাজার সূর্যের উজ্জ্বল সকাল।
আমার একটিই প্রত্যাশা শুধু
ভালোবাসার আদিগন্ত আকাশ।

পাঠ থেকে পাঠান্তরে
আমার আয়ুর ক্রান্তিকাল।

তোমার সহস্র স্বাক্ষর শেষে
আমার বিশ্বাসের সৌধ নির্মাণ।

গর্ভের ব্যাপ্তি থেকে,-
মৃত্যুর মোহনার দিকে,
তোমার ভাবনার অবিচল পথ।
আমি তবু হেঁটে যাই,
হেঁটে যেতে থাকি-
জীবিকার চড়ুইভাতি শেষে
জীবনের খোঁজে।

(‘জীবনের খোঁজে’- রূপরাজ ভট্টাচার্য)

কবির ‘জীবনের খোঁজে’ কবিতাটিতে অর্থগত, ঔপভাষিক ও আন্বয়িক বিচ্যুতির নিদর্শন রয়েছে। অর্থগত বিচ্যুতি, যেমন:

১) ‘হাজার সূর্যের উজ্জ্বল সকাল’।
২) ‘বিশ্বাসের সৌধ নির্মাণ’।
৩) ‘মৃত্যুর মোহনার দিকে,’
৪) ‘জীবিকার চড়ুইভাতি শেষে’।

বাস্তবে সূর্য একটাই। কবির ‘হাজার সূর্যের উজ্জ্বল সকাল’ এখানে অন্য তাৎপর্যের সূচক। ‘বিশ্বাসের সৌধ নির্মাণ’ ভাবনার জগতে হতে পারে, অনুভবে হতে পারে- বাস্তবে এই নির্মাণ অসম্ভব। পরিসরহীন ‘মৃত্যুর মোহনা’ আপাত দৃষ্টিতে নেই। আর ‘চড়ুইভাতির সঙ্গে জীবিকার’ সম্পর্ক আবিষ্কারও বাস্তবে সম্ভব নয়। শব্দের অভিনব নির্মাণ কবির কল্পনাকে গাঁথতে পারলেও প্রচলিত নিয়মে অর্থের ব্যত্যয় ঘটেছে। তাই এখানে অর্থগত বিচ্যুতির সৃষ্টি হয়েছে।

মান্য ভাষার কবিতায় কবি যখন আঞ্চলিক ভাষার শব্দ প্রয়োগ করেন তখন সৃষ্টি হয় ঔপভাষিক বিচ্যুতির। যেমন:- **‘চড়ুইভাতি’**। এটি আঞ্চলিক রূপ। এর মান্য আভিধানিক রূপ ‘চড়াইভাতি’ (বনভোজন)। তাই এটি ঔপভাষিক বিচ্যুতি।

কবিতাটিতে আন্বয়িক বিচ্যুতি ও চোখে পড়ে। যেমন:

১ ২ ৩ ৪
১) ‘তোমার কামনায় জন্ম নেয়
৫ ৬ ৭ ৮
হাজার সূর্যের উজ্জ্বল সকাল।’ (কবিতার বিচ্যুত রূপ)
১ ২ ৩ ৪
তোমার কামনায় হাজার সূর্যের
৫ ৬ ৭ ৮
উজ্জ্বল সকাল জন্ম নেয়। (মান্য আন্বয়িক রূপ)

কবিতাটিতে কবি যেভাবে ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ এই ক্রমে শব্দসজ্জাকে সাজিয়েছেন, তার মান্য আন্বয়িক রূপ দিলে ক্রমান্বয় হবে ১ ২ ৫ ৬ ৭ ৮ ৩ ৪। কবি কাব্যভাষায় সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়োজনে পদক্রমের নির্দিষ্ট নিয়মে বিপর্যাস ঘটিয়েছেন। এর ফলে আন্বয়িক বিচ্যুতির সৃষ্টি হয়েছে।

(১০)

অস্পষ্ট ছিলে নাকি...!
চোখ দুটো তাই
তোমার কমণ্ডুলু গ্রহণ করুক।

কবন্ধ হৃদয় জুড়ে
উষ্ণ রক্ত স্রোত
বয়ে যায় অর্থহীন শূন্য প্রান্তরে।

স্পর্শ করো স্পর্শ করো
তোমার স্রষ্টাকে,
ছুঁয়ে দেখো এবার
সৃষ্টির আদিম দরজা।

উন্মুক্ত প্রান্তর জুড়ে
একাকীত্ব শুধু।
অন্ধকার - অন্ধকার
গহীন গহ্বর।

('সৃষ্টি' - রূপরাজ ভট্টাচার্য)

কবি রূপরাজ ভট্টাচার্যের **'প্রস্তরলিপি'** কাব্যগ্রন্থের ১০নং কবিতা 'সৃষ্টি'তে অর্থগত বিচ্যুতি ও আন্বয়িক বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। অর্থগত বিচ্যুতি, যেমন-

১) 'কবন্ধ হৃদয় জুড়ে'
২) 'ছুঁয়ে দেখো এবার
সৃষ্টির আদিম দরজা।'

প্রচলিত অনুষঙ্গের বাইরে বেরিয়ে কবি এখানে শব্দের অভিনব প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। 'কবন্ধ' শব্দটির অর্থ স্কন্ধকাটা, মস্তকহীন ব্যক্তি। এর পাশে 'হৃদয় জুড়ে' পদগুচ্ছের অবস্থান। বাস্তবে এর অর্থভেদ সম্ভব নয়। 'সৃষ্টির আদিম দরজা' ছোঁয়ার ব্যাপারটিও বোঝা কঠিন। ভাব বা বিষয়ের দিক থেকে আলোচনা করলে হয়তো এই কথাগুলোর কোনো একটা অর্থ দাঁড় করানো যেতে পারতো। কিন্তু এখানে আমরা শুধুই কবিতার ফর্ম বা কাব্যশরীর নিয়ে সীমাবদ্ধ আলোচনা করছি। কবিতার ভাষায় এইরূপ আপাত অসম্ভব শব্দের ব্যবহার - প্রচলিত অর্থের সঙ্গে যার কোনো মিল নেই - তাকে অর্থগত বিচ্যুতি বলা হয়ে থাকে।

কবিতাটিতে আন্বয়িক বিচ্যুতিও চোখে পড়ে। যেমন:

১ ২ ৩
১) ‘কবন্ধ হৃদয় জুড়ে
৪ ৫ ৬
উষ্ণ রক্ত স্রোত
৭ ৮ ৯ ১০ ১১
বয়ে যায় অর্থহীন শূন্য প্রান্তরে।’ (কবিতার বিচ্যুত রূপ)

১ ২ ৩
কবন্ধ হৃদয় জুড়ে
৪ ৫ ৬
উষ্ণ রক্ত স্রোত
৭ ৮ ৯ ১০ ১১
অর্থহীন শূন্য প্রান্তরে বয়ে যায় (মান্য বা আদর্শ আন্বয়িক রূপ)

১ ২ ৩ ৪
২) ‘স্পর্শ করো স্পর্শ করো
৫ ৬
তোমার স্রষ্টাকে’ (বিচ্যুত রূপ)
১ ২
তোমার স্রষ্টাকে
৩ ৪ ৫ ৬
স্পর্শ করো স্পর্শ করো। (আদর্শ গঠন)

১ ২ ৩
৩) ‘ছুঁয়ে দেখো এবার
৪ ৫ ৬
সৃষ্টির আদিম দরজা।’ (কবিতার বিচ্যুত রূপ)
১ ২ ৩ ৪
এবার সৃষ্টির আদিম দরজা
৫ ৬
ছুঁয়ে দেখো। (মান্য আন্বয়িক রূপ)

কবিতার ১নং দৃষ্টান্তে কবি যেভাবে ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ পদক্রমকে সাজিয়েছেন, পদক্রমের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী বা আদর্শ গঠন অনুযায়ী তার ক্রমান্বয় হবে ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ৭ ৮। ২নং দৃষ্টান্তের বিচ্যুত পদক্রম ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ এর মান্য আন্বয়িক রূপ হবে ৫ ৬ ১ ২ ৩ ৪। আর ৩নং দৃষ্টান্তের বিচ্যুত পদক্রম ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ এর আদর্শ গঠন হবে ৩ ৪ ৫ ৬ ১ ২। এভাবে প্রচলিত পদক্রমের নির্দিষ্ট নিয়ম থেকে কবি তাঁর কবিতার প্রয়োজনে সরে এসেছেন। এর ফলে আন্বয়িক বিচ্যুতির সৃষ্টি হয়েছে।

পরিসর সংক্ষিপ্ত। তার এখানেই ইতি টানতে হবে। কিন্তু আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। তাই এই সমাপ্তি আপাত সমাপ্তি। **'প্রস্তরলিপি'** কবি রূপরাজ ভট্টাচার্যের অসাধারণ এক কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থের নির্বাচিত প্রথম ১০টি কবিতায় বিচিত্র ধারার **'বিচ্যুতি'র স্বরূপ-বৈচিত্র্য** উদঘাটিত হয়েছে। বিশেষ করে অর্থগত ও আন্বয়িক বিচ্যুতিই তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে। প্রচলিত পদক্রমে বিপর্যাস কবির কবিতায় এনেছে স্বতন্ত্র মাত্রা। ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশেষ কিছু শব্দের প্রয়োগে কবিতায় ঐতিহাসিক আবহ গড়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে ক্লাসিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে। এছাড়া ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, ঔপভাষিক ও ভাষামুদ্রা আশ্রিত বিচ্যুতিও কবির কবিতায় কার্যকরী হয়ে উঠেছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ কবিতায় সাংকেতিক দ্যোতনা তৈরি করে, শ্রুতির অতীত এক সংবেদন সৃষ্টি করে পাঠকের মনোভূমিতে। রূপরাজ ভট্টাচার্যের কবিতায় এই বৈশিষ্ট্যটিও চোখে পড়ে। তাছাড়া তাঁর কবিতায় ত্রিকূট বিন্দু (...) দিয়ে বাক্যে শেষ করার এক অভিনব প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এখানে নির্বাচিত কবিতাগুলির সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ আলোচনার মাধ্যমে কবি রূপরাজ ভট্টাচার্যের স্বকীয়তা ও তাঁর কবিতার শিল্পায়নের দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১) মজুমদার ড. অভিজিৎ, 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব,' দে'জ, কলকাতা, ১৪১৩ (২০০৭)
২) মজুমদার পরেশচন্দ্র, মজুমদার অভিজিৎ (সম্পাদনা), 'বাঙলা সাহিত্যপাঠ : শৈলীগত অনুধাবন', দে'জ কলকাতা, ২০১০
৩) মাইতি ড. প্রকাশ কুমার, 'আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা', আরামবাগ বুক হাউস, কলকাতা, ২০০৪।
৪) ভট্টাচার্য রূপরাজ, 'প্রস্তরলিপি,' সৃজন গ্রাফিক্স এণ্ড পাবলিশিং হাউস, শিলচর, ২০১৩।